দৈনিক খবর

তারিখ 06 DEC 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

সন্ত্রাস দমনে ৭ দফা প্রস্তাব

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আহবানে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতাদের এক যৌথ বৈঠকে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার জন্য সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এ সম্পর্কে সভায় গৃহীত ৭ দফা প্রস্তাবের মধ্যে অস্ত্রধারী ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের সকল পদক্ষেপকে সকল দল পূর্ণ সমর্থন দানের অঙ্গীকার করে এবং সন্ত্রাসীদের কোনরকম আশ্রয় বা প্রশ্রয়দান থেকে বিরত থাকা ও তাদের জন্য তদ্বির না করার জোরালো অঙ্গীকারও ব্যক্ত করা হয়। বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী, সিপিবি, জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি, বাসদ, ন্যাপ, সাম্যবাদী দল, ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ, গণআজাদী লীগ, এনডিপি, কৃষক-শ্রমিক সমাজবাদী দলসহ ১৪টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দেন।

এটা খুবই আশার কথা যে, সর্বদলীয় নেতৃ সম্মেলনে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার উদ্দেশ্যে ৭ দফা প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। সন্ত্রাস নির্মূল প্রশ্নে সব দলের ঐকমত্য নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। সম্মেলনে গৃহীত ৭ দফার মধ্যে অস্ত্রধারী এবং সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন-অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের সকল পদক্ষেপকে সমর্থন দান, সন্ত্রাসীদের আশ্রয় বা প্রশ্রয়দান থেকে বিরত থাকা এবং তাদের জন্য তদ্বির না করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে রাজনৈতিক দলগুলো যে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে তা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

তবে এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো- শুধু কাগজে-কলমে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে চুপ করে বসে থাকলে কিন্তু সন্ত্রাস নির্মূল হবে না। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলোর বাস্তবায়নে সব দলকে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থিত ছাত্র সংগঠনগুলো সন্ত্রাসীদের স্ব স্ব দল থেকে বহিষ্কার করে দিলে শিক্ষাঙ্গন আপনাআপনিই সন্ত্রাসমুক্ত হবে। কেননা, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েই অস্ত্রধারী মাস্তানরা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টির সুযোগ পেয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির জন্য ৩/৪টি ছাত্র সংগঠনই দায়ী। কারণ ছাত্র সংগঠনগুলোর আশ্রিত সশস্ত্র সন্ত্রাসকারীরাই এ দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছে। উপর্যুপরি গোলাগুলী ও বোমাবাজির ঘটনায় এ দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত বহু ছাত্র হতাহত হয়েছে- কতকগুলো মূল্যবান জীবনও অকালে ঝরে পড়েছে। এসব নৃশংস হত্যাকান্ডের দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠনগুলো এড়িয়ে যেতে পারে না। শিক্ষাঙ্গনে অব্যাহত সন্ত্রাসের জন্য কোন্ সংগঠন কতটা দায়ী সে বিতর্ক তুলে লাভ নেই। দেশবাসী সবই জানে। সশস্ত্র মাস্তান বা সন্ত্রাসকারীদের প্রশ্রয় দেয়ায় সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়েছে। আর জনগণের দৃষ্টিতে ভাবমূর্তি বিনষ্ট হবার কারণ সৃষ্টি করে কেউ কখনও স্থায়ী রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করতে পারে না। তাই রাজনৈতিক ফায়দা কুড়ানোর মতলবে যারা মাস্তান লালন করেন তারা আসলে নিজেদেরই ক্ষতি করছেন। জনসমক্ষে ভাবমূর্তি বিনষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট দলের রাজনৈতিক মর্যাদার যে ক্ষতি হবে তা কখনও পূরণ করা যাবে না। তাই সন্ত্রাসকারীদের লালন করার পরিণতি সম্পর্কে প্রত্যেক দলেরই উচিত সময় থাকতে সতর্ক হওয়া।

তাছাড়া শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনের নৈতিক দায়িত্ব রাজনৈতিক দল এবং ছাত্র সংগঠনগুলো অস্বীকার করতে পারে না। রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলোর বিরামহীন সংগ্রাম ও ত্যাগ-তিতিক্ষা বরণের ফলশ্রুতিতে দেশে আজ সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কষ্টার্জিত এ গণতন্ত্র টিকে থাকবে কিনা তা বহুলাংশে নির্ভর করছে সন্ত্রাসী শক্তিকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে গৃহীত পদক্ষেপের সাফল্যের ওপর। কারও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, সন্ত্রাস ও গণতন্ত্র কখনও একসাথে চলতে পারে না। অস্ত্রের ঝনঝনানি বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থই হবে বিকাশোন্মুখ গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ত্বরান্বিত হওয়া। যারা গণতন্ত্র চান তারা কখনও সন্ত্রাসী শক্তিকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। তাই এসব কথা নিরপেক্ষ মনে বিবেচনায় এনে শিক্ষাঙ্গনসহ গোটা দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করার উদ্দেশ্যে সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর আহবানে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠকে গৃহীত ৭ দফা প্রস্তাবের মাধ্যমে এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি রচিত হওয়ায় জনসাধারণ খুশী হয়েছেন। এ শুভ উদ্যোগের পূর্ণ সাফল্যই আমাদের কাম্য।